ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৯৩১
আগরতলা, ১৯ নভেম্বর,২০১৮

উত্তর-পূর্বাঞ্চল যুব উৎসব এই অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের উৎসাহিত করবে : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে অনুষ্ঠিত ৪ দিনব্যাপী ষষ্ঠ উত্তর-পূর্বাঞ্চল যুব উৎসবের সমাপ্তি দিনে গতকাল সন্ধ্যায় আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব উপস্থিত ছিলেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল যুব উৎসব এই অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের উৎসাহিত করবে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী বানানোর লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করার জন্য রাজ্য সরকার সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যগুলি সেই দিশাতে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়নে যে নতুন দিশা দেখিয়েছেন তাই এই যুব উৎসবের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। আগে বিশ্বের অন্যান্য দেশ মনে করতো বিশাল জনসংখ্যা সমৃদ্ধ দেশ ভারতবর্ষের কখনও উন্নতি করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ২০১৪ সালে আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশের শাসনভার গ্রহণ করে ভারতের বিশাল জনসংখ্যাকেই দেশের প্রধান শক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে প্রায় ৬৫ শতাংশ যুব শক্তি রয়েছে। এই যুব শক্তিকে নিয়েই আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ দেশ বানানোর স্বপ্ন দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকেই আগামীতে দীপা কর্মকার, মেরি কম, রিমা দাসের মত আরও খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশাব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব ষষ্ঠ উত্তর-পূর্বাঞ্চল যুব উৎসবের মতো ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান করার দায়িত্ব ত্রিপুরাকে দেওয়ার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি উৎসবকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তর সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। গতকালের এই সংগীতানুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অলকা ইয়াগনিক এবং রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী সৌরভী দেববর্মা ও কৌশিক রায় চৌধুরী সংগীত পরিবেশন করেন।

*****